দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6

শিক্ষার মান ও শিক্ষকের মর্যাদা

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর আহ্বানে ১৯৯৫ সাল হইতে দিবসটি পালিত হইয়া আসিতেছে বিশ্বব্যাপী। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাইতে পারে যে ইহার ভিত্তি রচিত হইয়াছিল ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃসরকার বিশেষ সম্মেলনে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় ইউনেস্কো আয়োজিত সেই সম্মেলনে শিক্ষকদের অধিকার ও কর্তব্যবিষয়ক মূল্যবান একটি সুপারিশমালা গৃহীত হইয়াছিল—শিক্ষক ও শিক্ষার মানোন্নয়নে যাহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখনো অমলিন। কারণ এই সুপারিশমালায় প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যেখানে শিক্ষকের দক্ষতা ও মর্যাদার উন্নয়নে রাষ্ট্রের করণীয় এবং একই সাথে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের অধিকার ও কর্তব্য তুলিয়া ধরা হইয়াছিল সুস্পষ্টভাবে। কিন্তু সেই সুপারিশমালা গৃহীত হইবার অর্ধশতক পরও যে-প্রশ্নটি আমাদের তাড়িত করে তাহা হইল—সমাজে ও রাষ্ট্রে সত্যি সত্যিই কি তাহার প্রতিফলন নিশ্চিত করা গিয়াছে? উত্তর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক হইবার সম্ভাবনাই যে অধিক—তাহা না বলিলেও চলে।

দেশকাল নির্বিশেষে শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে স্বীকৃত হইলেও ভারতবর্ষে ব্যাপারটি এমন ছিল যে ইহা লইয়া বহু গল্প প্রচলিত আছে। শিক্ষক এখানে গুরু। তাহার আসন সবার উপরে। বাংলাদেশও ইহার ব্যতিক্রম নহে। শিক্ষকগণও তাহাদের উপর সমাজের এই আস্থা ও মর্যাদা রক্ষার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। হাসিমুখে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু নীতি-আদর্শ ও কর্তব্যের প্রশ্নে কখনোই আপস করেন নাই। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে সেই দিন বদলাইয়া গিয়াছে। শিক্ষকের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের সেই আস্থা ও মর্যাদাবোধে যেমন গুরুতর চিড় ধরিয়াছে, তেমনি শিক্ষকগণও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের সেই গৌরবময় ভাবমূর্তি ধরিয়া রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন শোচনীয়ভাবে। বিশদ বলিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার নামে কী হইতেছে তাহা কমবেশি সকলেই জানেন। শিক্ষকদের একটি অংশ যেমন অর্থের পিছনে ছুটিতেছেন, তেমনি জড়াইয়া পড়িতেছেন দলবাজিসহ নানা অশিক্ষকসুলভ কর্মে। নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে ব্যক্তিগত বা বৈষয়িক তরক্কি। তবে ইহার দায় কোনোভাবেই কেবল শিক্ষকদের উপর চাপানো যাইবে না। দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি হইতে শুরু করিয়া পদে পদে যাহা চলিয়া আসিতেছে—ইহা তাহারই ফলশ্রুতি মাত্র। নগর পুড়িলে দেবালয় রক্ষা পাইবে কীভাবে?

শিক্ষার মান লইয়া হাহাকার এখন নৈমিত্তিক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারি কর্মকমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটিতেছে। কিন্তু কেহই এই কথা বলিতেছেন না যে শিক্ষার মান ও শিক্ষকের মর্যাদা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষার মান যাহারা উন্নত করিবেন, সেই গোড়ায় যদি গলদ থাকে তাহা হইলে মান উন্নত হইবে কী প্রকারে? যোগ্যতার প্রশ্নে কোনো প্রকার আপস চলিতে পারে না। শিক্ষকের সম্মানের আসনটিকে অবশ্যই সর্বপ্রকার কালিমামুক্ত রাখিতে হইবে। নিশ্চিত করিতে হইবে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা। সম্মানিত শিক্ষকদেরও নিজেদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইতে হইবে।